দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 26 JUN 2009 ... 6
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৬ ......

সিলেটে একাদশ শ্রেণীতে ইচ্ছে মাফিক ভর্তি ফি

শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ মানছে না নিজ জেলার কলেজগুলো

আবদুল মুকিত, সিলেট থেকে

এসএসসি পরীক্ষায় দেশ সেরা ফলাফল করেও বিপাকে পড়েছে সিলেটের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা। কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে নানা বিড়ম্বনা দুশ্চিন্তায় ফেলেছে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের। একদিকে ভালো কলেজে ভর্তির দুশ্চিন্তা অন্যদিকে ভর্তি ফি। এ দু' বিষয়ে তারা এখন সম্পূর্ণ দিশেহারা। করণীয় নির্ধারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অভিভাবকরা। এদিকে উত্তীর্ণদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরকারী, আধাসরকারী কলেজগুলোর আসন পৃঃ ২ কঃ ৬

শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ মানছে না

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

স্বল্পতাকে পুঁজি করে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে বাণিজ্যিক কলেজগুলো। এসব কলেজে অতীতে ছাত্র সংকট থাকলেও এবার তাদের পোয়াবারো। ভর্তির ক্ষেত্রে ইচ্ছেমতো উচ্চহারে ফি গ্রহণ করছে। পাশাপাশি মাসিক বেতনও নির্ধারণ করছে অধিক হারে। ফলে সিলেটে শিক্ষা বাণিজ্য জমজমাট আকার ধারণ করেছে। বাণিজ্যিক কলেজগুলোর ভর্তি ও বেতনের ক্ষেত্রে সরকারী বাধাবাধ্যকতা না থাকায় সংশ্লিষ্টরা একেবারে বেপরোয়া। তবে শুধু বাণিজ্যিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নয়, অনেক ক্ষেত্রে মঞ্জুরিপ্রাপ্ত ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও বিভিন্ন অজুহাতে ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে অধিক হারে ফি আদায় করছে। এসব প্রতিষ্ঠান বাহ্যত সরকারী বিধি-নিষেধ মেনে চললেও অতি কৌশলে আদায় করে নিচ্ছে কাড়ি কাড়ি টাকা। এক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রীর কঠোর হুঁশিয়ারিও আমলে নেয়া হচ্ছে না। শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ভর্তি ফি ১২২ টাকা হলেও সরকারী-বেসরকারী ও বাণিজ্যিক কোনো প্রতিষ্ঠানেই এ হারে গ্রহণ করছে না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সিলেটে সাধারণ গ্রেডে উত্তীর্ণরা মান নির্ধারণ না করে যে কোনো কলেজে ভর্তি হতে পারছে। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে বড় ধরনের বিড়ম্বনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। তবে, জিপিএ-৫ প্রাপ্তরা পড়েছেন চরম বিপাকে। সিলেটে স্মরণকালের সবচেয়ে বেশী জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সব বোর্ড মিলিয়ে দু' হাজার ছাড়িয়ে গেছে। কৃতী এসব শিক্ষার্থীর প্রথম পছন্দে রয়েছে এমসি কলেজ, সিলেট সরকারী মহিলা কলেজ ও জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ। এ তিন প্রতিষ্ঠানে মোট আসন রয়েছে ৭৩০টি। অথচ কেবল এবারের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৮৯৬ জন। মাদ্রাসা বোর্ডও রয়েছে এর পাশাপাশি। দাখিল উত্তীর্ণদের অনেকেই কলেজে ভর্তি হতে চাচ্ছে। ফলে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭৩০ জন ভর্তি হতে পারলেও এর বাইরে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত আরও প্রায় ২ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী রয়ে যাচ্ছে। যারা তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে না পেরে ভিড় জমাচ্ছে বেসরকারী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু বেসরকারী ও বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়িয়ে দিয়েছে ভর্তি ফি ও বেতন।

মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখা গেছে, ভর্তি ফি হিসেবে স্কলার্স হোম ৭ হাজার টাকা, মডেল স্কুল এন্ড কলেজ ৬ হাজার ৪২ টাকা, সিলেট সায়েন্স কলেজ ৫ হাজার ৫৭ টাকা, ক্ল্যাসিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ ৫ হাজার ৫৭ টাকা, ইডেন গার্ডেন কলেজে ৪ হাজার ২শ' টাকা, জালালাবাদ ইউনিভার্সিটি কলেজে ৪ হাজার ৮৫০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। ভর্তি ফি গ্রহণের ক্ষেত্রে এ অবস্থা শুধু সিলেট মহানগরীতেই নয়, জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজগুলোতেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অথচ ৮ জুন জারিকৃত ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের ভর্তির নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষার্থীর জন্য মোট ফি ১২২ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে নিবন্ধন ফি ৫০ টাকা, ক্রীড়া ফি ২৫ টাকা, রোভার স্কাউট ফি ১৫ টাকা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি ৭ টাকা এবং শাখা ও বিষয় পরিবর্তন ফি ২৫ টাকা রাখা হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান বিরতি থাকলে ও বিলম্বে ভর্তি হলে সেক্ষেত্রে পাঠদান বিরতি ফি ১০০ ও বিলম্বে ভর্তি ফি ৫০ টাকা করে বাড়তি দিতে হবে।

অতিরিক্ত ফি আদায়ের ব্যাপারে সিলেট শিক্ষাবোর্ডের কলেজ পরিদর্শক মোঃ হাফিজুর রহমান পীর জানান, শিক্ষামন্ত্রণালয় জারিকৃত ভর্তির নীতিমালা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। নীতিমালা অনুসারে সবাই ভর্তি ফি জমা দেবে। অতিরিক্ত ফি আদায় করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।